17-10-47

এ, কে, ডি, প্রোডাকসনের নিবেদন

"দুই বন্ধু"

—ভূমিকায়—

দেবী মুখার্জ্জি, গীতশ্রী, প্রভা, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, আশু বোস, সুশান্তকুমার, দুলাল মিত্র, দাদু, শরৎ, বিভূতি, গণেশ আরও অনেকে

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**অমর দত্ত**

কাহিনী—অজিত দত্ত
সংলাপ—রায়কৃষ্ণ ব্যানার্জ্জি
সুরশিল্পী—গোপেন মল্লিক
গীতকার—মোহিনী চৌধুরী
অর্কেষ্ট্রা—বাসন্তিকা
ব্যবস্থাপনা—বি, ব্যানার্জ্জি

চিত্রশিল্পী—নিধু দাসগুপ্ত
শব্দযন্ত্রী—সন্তোষ ব্যানার্জ্জি
সম্পাদনা—কমল গাঙ্গুলী (এম, পি)
পরিস্ফুটনা—শৈলেন ঘোষাল
শিল্পনির্দ্দেশ—গুপী সেন
বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রন—হেমন্ত বোস

গান তুলেছেন—পরিতোষ বোস (ইষ্টার্ণ টকিজ লিঃ)

রূপসজ্জা—অভয় দে
স্থিরচিত্র—গুণীন সেন

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায়—**অজিত দত্ত ও রায়কৃষ্ণ ব্যানার্জ্জি**

চিত্রশিল্পে—তারক দাস, মুকুল, বিজয়
শব্দযন্ত্রে—দেবেশ ঘোষ, কুমার, নির্ম্মল, রমাপদ
সম্পাদনায়—পঞ্চানন চন্দ
ব্যবস্থাপনায়—যোগেশ মুখার্জ্জি, সঞ্জীব

পরিস্ফুটনায়—শৈলেন চ্যাটার্জ্জী, ভোলাদা, গোপাল গাঙ্গুলী, সুরেশ রায়, কেষ্ট, বৈদ্যনাথ
বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রনে—সমীর, বিমল, অমুল্য, নগেন
রূপসজ্জায়—বিজয়, উদয়

সৌজন্য স্বীকার :—ওরিয়েন্ট ট্রেডার্স—কালীঘাট।

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে—আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

মূল্য দুই আনা।

কাহিনী

দুই বন্ধু, কমল ও বিনয়। একজন ব্যবসায়ী — এজেন্সির কারবার অর্থাৎ ইন্সি-ওরেন্সের দালাল। আর একজন জমীদার এবং আর্টিষ্ট অর্থাৎ কাঠা দুয়েক জমির মালিক ও কৌতুক-অভিনেতা। তা হোক্, তবু বাইরের জগতে দুজনেই সুপ্রতিষ্ঠিত। আর্থিক স্বচ্ছলতার পথ খুঁজে না পেলেও দুজনের বন্ধুত্বের প্রগাঢ়তা বজায় রেখে চলেছে। একই মেসে পাশাপাশি দুটী ঘরে তারা থাকে।

ব্যবসায়ী কমল—প্রেমিক কমল দৈবাৎ পরিচিত হ'ল সুন্দরী, সুগায়িকা তরুণী মালতীর সঙ্গে। মালতীর মা কমলকে সাদর সম্ভাষণ করলেন। ধনী কমল, ব্যবসায়ী কমলকে মালতীর মা ভাবী জামাতারূপে আপ্যায়ন করেন, আর অর্থান্বেষী কমল দিনে দিনে দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়তে থাকে মালতীর তুষ্টি ও প্রীতি লাভের চেষ্টায়।

গায়িকা মালতীর আপনভোলা মাষ্টার মহাশয় সুগায়ক হলেও মায়ের কাছে অনাদৃত। প্রচুর অর্থের মালিক হয়েও দারিদ্র্য বরণ করে থাকতে সে ভালবাসে। মালতীর মা বিতাড়িত করলেও মালতী তার মাষ্টার মহাশয়ের কাছে গান শেখে।

দিন যায় এমনি করে, হঠাৎ একদিন কমল তার বন্ধু বিনয়ের কাছে সাহায্য চাইল কিছু টাকা। জমীদার বিনয় জমির মালিক হয়েও অর্থের সংস্পর্শে আসতে পায়নি, তাই সে অর্থ সাহায্যে অক্ষম হয়ে বন্ধুর জন্য কারাবরণে প্রস্তুত হ'তে লাগল। বন্ধুত্বের মর্য্যাদা সে রাখতে জানে তাই সে এই সুযোগের আনন্দে অধীর হয়ে উঠ্‌ল। চতুর কমল অপূর্ব্ব কৌশলে মামলার জাল এড়িয়ে এ'ল, আর বন্ধু বিনয় পড়ল বিপদে—নিয়তির চক্রান্তে পরিচিত হ'ল মালতীর সঙ্গে। তারও হ'তে চল্‌ল কমলেরই অবস্থা। ঘটনাচক্রে দুইবন্ধু কমল আর বিনয়, প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে ধাক্কা খেল মালতীর গৃহে। ঘৃণায় ও ক্রোধে জ্বলে উঠ্‌ল দুজনেই। অনেক তর্কের পর—একে অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকারে রাজী হয়—মীমাংসা হ'ল—স্বয়ম্বর সভার আয়োজন। সুসজ্জিত দুইবন্ধু পাশাপাশি বসে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে। হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তে এ'ল মালতীর সেই মাষ্টার মহাশয় মালপত্র নিয়ে বহুদিন পরে। মালতী জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার? মাষ্টার মহাশয় বল্‌ল—বিষম বিপদে পড়েছি—নিরুদ্দেশ হ'ব। তাঁর বিপুল সম্পত্তির বোঝা জ্যাঠামশাই আমার উপর ছেড়ে দিয়ে আমাকে সংসারী হ'তে বলেছেন—তিনি অবসর গ্রহণ করবেন। মালতীর মা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লেন কঠিন সমস্যার ভারে। ...সত্যিই তো! মানুষের জীবনে কতরকম জটিল সমস্যা আসে—সমাধানও তাকে করতে হয়। কিন্তু মালতীর এই জটিল সমস্যার সমাধান কোথায়?...

গান

(১)

ঝড় বাদলের দোলায়
আমার মন যে দোলে দোলে
মনের কথার উতল হাওয়া
যায় বলে যায় বলে
শুনতে কি পাও বাদল গানে
কি সুর বাজে আমার প্রাণে
বন্ধুর আসার চমক জাগে
মেঘলা আঁখির কোলে
গুরু গুরু মেঘের ডাকে
মন যে দুরু দুরু
এমনি করে পরাণ রাধার
হয় অভিসার সুরু
নাই গো আমার মনের মালা
ব্যথার প্রদীপ হিয়ায় জ্বালা
বন্ধু আমার নিজেই বুঝি
আসবে সময় হ'লে

(২)

আমার ছায়া দোলে কার নয়নে
বল কার নয়নে
আমার স্বপন জাগে একটি মনে
জানি একটি মনে
তার নামটী ত কেউ জানে না
তবু সে ত নয় অচেনা
(এই) সুরে সুরে মায়াজাল সেই ত বোনে
দুটী মনের কোণে
জানি একটী মনে

(ঐ) সুদূর আকাশে যবে চাঁদ ওঠে গো
(এই) ধরার ধূলায় জানি ফুল ফোটে গো
(আর) ফুলবনে আসে অলি গুনগুনিয়ে
মধু নিতে চায় সে যে গান শুনিয়ে
আমি চাই না ত মন রাঙ্গাতে
তবে এলে কেন ঘুম ভাঙ্গাতে
একটী ফুলের মালা চাই দু'জনে
মোরা চাই গোপনে

(৩)

আপন ভোলারে দিলে আজি ভুলায়ে
কে গো তুমি ? কে গো তুমি ?
সোনার স্বপন চোখে দিলে বুলায়ে
কে গো তুমি ? কে গো তুমি ?
গানের সুরের আড়ালে
তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে
মধুর হাসিতে রাঙ্গালে
আমার মনের কানন ভূমি
কে গো তুমি ? কে গো তুমি

গান যে মধুর এত আগে জানিনি
তুমি জানালে
হার মেনে মোর কাছে, ওগো মানিনী
হার মানালে
আমার নিশীথ স্বপনে
ধরা যে দিয়েছে গোপনে
আমার কণ্ঠে দিয়েছ তুমি গো
মালাখানি দুলায়ে
কে গো তুমি ? কে গো তুমি ?

যার তরে কাঁদে মন সে ত মন বোঝে না
যারে খুঁজে আঁখি মোর সে ত মোরে খোঁজে না
(এই) আঁখিজল মিছে ঝরে কি গো
ধরা কি দেবে না মায়ামৃগ
জানি না এপথ চাওয়া কবে মোর ফুরাবে
না পাওয়ার ব্যথা কি গো কোনদিন জুড়াবে
(এই) আঁখিজল মিছে ঝরে কি গো
ধরা কি দেবে না মায়ামৃগ
ভালবাসা দিয়ে সে যে মনে আলো জ্বালাল
আশা দিয়ে কাছে এসে কোথা শেষে পালাল
(এই) আঁখিজল মিছে ঝরে কি গো
ধরা কি দেবে না মায়ামৃগ ?

আমাদের পরিবেশনায় পরবর্ত্তী চিত্র
অঞ্জলি পিকচার্সের প্রথম অর্ঘ্য :—

ঝরা ফুল

পরিচালনা : **ধীরেন গাঙ্গুলী** : সঙ্গীত : **বিনোদ গাঙ্গুলী**
ভূমিকায় : অহীন্দ্র, শরৎ, অজিত মুখার্জ্জী, দেবী প্রসাদ, অহী সান্যাল,
নৃপতি, নবদ্বীপ, ডি, জি, আশু, সুপ্রভা মুখার্জ্জী, সুধা মুখার্জ্জী,
রমলা দেশাই, প্রভা প্রভৃতি

একমাত্র পরিবেশক
ইনল্যাণ্ড ফিল্মস্ লিঃ

টেলিফোন : বি, বি, ৪০৩৩
১৮, ডালিমতলা লেন, কলিকাতা।

ইনল্যাণ্ড ফিল্মস্ লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে বীরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৫৪৭

শ্রীকল্যাণ ও ভৃঙ্গসার

ভারতের নব আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় মহোপকারী কেশ তৈল—
জেম কেমিক্যালের শ্রীকল্যাণ ও ভৃঙ্গসার। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী, কেশ বর্দ্ধক এবং শ্রী ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পরিপোষক।

জেম কেমিক্যাল :: কলিকাতা

৫৪৭